গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩ অধিশাখা
www.ssd.gov.bd

স্মারক নং- ৫৮.০০.০০০০.০১৪.০৬.০০১.২০১৯- ২৮৩

তারিখ : ২১ ভাদ্র ১৪২৬ / ০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯

বিষয় : মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২৭ আগস্ট ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতৎসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ১২.০৯.২০১৯ তারিখের মধ্যে হার্ডকপি সরাসরি ও সফট কপি (Nikosh font ১৩ সাইজে) ই-মেইল (admin3@ssd.gov.bd) প্রশাসন-৩ অধিশাখায় প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত : সভার কার্যবিবরণী

০৫.০৯.১৯

(মোঃ আবদুল কাদির)
উপসচিব
ফোন #:+৮৮০ ৪৭১২৪৩৫৯
ই-মেইল : admin3@ssd.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

সুরক্ষা সেবা বিভাগ :

১. অতিরিক্ত সচিব ....(সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
২. যুগ্মসচিব ....(সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
৩. উপসচিব ....(সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
৪. উপপ্রধান(পরিকল্পনা), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
৫. সিনিয়র সহকারী সচিব ....(সকল),সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
৬. সিনিয়র সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা-১), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
৭. সহকারী প্রধান(পরিকল্পনা-২), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
৮. প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা। ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার অনুরোধসহ; এবং
৯. সহকারী সচিব.................(সকল),সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

অধিদপ্তরসমূহ :

১. মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা;
২. মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা;
৩. মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা; এবং
৪. কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, এজিবি ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা;

অনুলিপি :

১. সচিব-এর একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৩ অধিশাখা
www.ssd.gov.bd

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির জুলাই, ২০১৯-এর সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ শহিদুজ্জামান, সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
তারিখ ও সময় : ২৭ আগস্ট ২০১৯, সকাল : ১০.৪৫ ঘটিকা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা : পরিশিষ্ট-'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট চলমান প্রকল্পসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম গুণগতমান বজায় রেখে যথাসময়ে, সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপস্থিত সকলকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানান। এরপর তিনি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ সভায় উপস্থাপন করার জন্য জনাব মল্লিক সাঈদ মাহবুব, যুগ্মসচিব (প্রশাসনও অর্থ)-কে অনুরোধ করেন। অতঃপর যুক্তসচিব (প্রশাসন ও অর্থ) সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ সভায় উপস্থাপন করেন।

২। আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ :

	আলোচ্যসূচি	সিদ্ধান্ত	মন্তব্য
২.১	গত সভার (জুন, ২০১৯) কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ।	জুন, ২০১৯ এর সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়।	

ক্র.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
২.১	**মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর :** **২০.০১.১৯ তারিখে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ :**		
	নির্দেশনা-১ : আন্ত: সংস্থার সমন্বয়ে মাদক পাচারকারী, ব্যবসায়ী, সেবনকারী, মজুতকারীর বিরুদ্ধে মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে, মাদকবিরোধী প্রচারণা ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং এ বিষয়ে সকল শ্রেণি/পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করে জনসচেতনতা বাড়াতে হবে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের সক্ষমতাবৃদ্ধির লক্ষ্যে 'Modernisation of DNC' প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ** • ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫টি LED Billboard ক্রয় করা হয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় ৩টি, চট্রগ্রামে-১টি এবং কক্সবাজারে-১টি মোট ৫টি LED Billboard স্থাপন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। • জুলাই, ২০১৯-এ ২৪২টি সভা-সেমিনার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩২০টি মাদকবিরোধী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও মাদক প্রবণ এলাকায় ৮৭টি স্থানে ফিলার প্রচার করা হয়েছে। • স্থানীয় পর্যায়ে ২০৭টি কিওস্ক ক্রয় করা হয়েছে। • মাদক বিরোধী অভিযান অব্যাহত আছে। জুলাই, ২০১৯ মাসে ৫৫২০টি মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করে ১৫৮৪ জন আসামির বিরুদ্ধে ১৫০৭টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।	• মাদকবিরোধী প্রচারণামূলক কার্যক্রমের জন্য সাইনবোর্ড, বিলবোর্ড ইত্যাদি কৌশলগত স্থানে স্থাপন ও টিভি ফিলার প্রদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা; • ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সংগৃহীত ৫টি LED Billboard দ্রুত স্থাপনপূর্বক এ বিভাগকে অবহিত করা; • মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর উপস্থিতিতে সকল শ্রেণি/পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করে বিভাগীয় পর্যায়ে মাদকবিরোধী সভা-সমাবেশ-এর আয়োজনসহ এ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা; • চলমান মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখা; • ডোপটেস্ট বিধিমালার খসড়া প্রণয়ন দ্রুত সম্পন্ন করা। • জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৫.০৯.১৮ তারিখের ডোপটেস্ট বিষয়ে নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৮.০৯.১৮ তারিখে এ বিভাগ হতে জারিকৃত ডোপটেস্ট বিষয়ে প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক সরকারি চাকরিতে প্রবেশের সময় ডোপটেস্ট কার্যকর করা।	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-২ : মাদকাসক্তদের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে তেজগাঁওস্থ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রকে ট্রেনিং সুবিধাসহ পূর্ণাঙ্গ নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে রূপান্তর করাসহ পর্যায়ক্রমে সরকারের	• ৪টি বিভাগীয় শহরে (রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট ও চট্রগ্রাম) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ**

<table>
<tr>
<td>নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষিত সকল জেলায় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন ও বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রসমূহকে কঠোর নজরদারির মধ্যে আনতে হবে।
বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ
• ৪টি বিভাগীয় শহরে (রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট ও চট্রগ্রাম) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
• অর্থ মন্ত্রণালয় কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রকে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট আধুনিক সুবিধাসহ সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্পের জনবল নির্ধারণ করে ২০.০৮.২০১৯ তারিখে প্রেরণ করেছে। উক্ত প্রকল্পের ডিপিপি পুন:গঠন কার্যক্রম প্রেরণ করা হবে।
• ০৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনের ডিপিপি সুরক্ষা সেবা বিভাগের যাচাই-বাছাই কমিটির সুপারিশ মোতাবেক সংশোধন করা হয়েছে। জনবল নির্ধারণের জন্য অর্থমন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
• বৃহত্তর জেলাসহ মাদকপ্রবণ জেলাসমূহে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন করার ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।
• অবশিষ্ট জেলাসমূহে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ডিপিপি প্রণয়ন করা হচ্ছে।
• স্টেকহোল্ডাদের সাথে মতবিনিময় সভায় বিষয়টি নিয়ে বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মালিকদের মতামত গ্রহণ করা হয়। এ বিষয়ে একটি নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।</td>
<td>প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়ন গ্রহণ করা।
• কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রকে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট আধুনিক সুবিধাসহ সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্পের জনবল নির্ধারণের জন্য অর্থমন্ত্রণালয়ে প্রেরিত প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে জনবল অনুমোদন বিষয়ে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।
• ৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনের ডিপিপি যাচাই কমিটির সুপারিশ মোতাবেক সংশোধন করে দ্রুত এ বিভাগে প্রেরণ করা। জনবল নির্ধারণের জন্য অর্থমন্ত্রণালয়ে প্রেরিত প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখা ।
• বৃহত্তর জেলাসহ মাদকপ্রবণ জেলাসমূহে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন করার ডিপিপি প্রণয়নের অগ্রগতি এ বিভাগকে অবহিত করা ।
• অবশিষ্ট জেলাসমূহে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন করার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এ বিষয়ে দ্রুত কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
• সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত সকল জেলায় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন ও বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রসমূহকে কঠোর নজরদারির মধ্যে আনার লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক একটি কর্মপরিকল্পনা দ্রুত প্রণয়ন করে এ বিভাগে প্রেরণ করা;
• বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রসমূহেও আর্থিক অনুদান প্রদানের বিষয়ে দ্রুত একটি নীতিমালা প্রস্তুতপূর্বক এ বিভাগে প্রেরণ করা;</td>
<td>প্রধান।</td>
</tr>
<tr>
<td>নির্দেশনা-৩ : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে।
• প্রশিক্ষণ একাডেমির জন্য জমি নির্বাচন ও ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান।;</td>
<td>• প্রশিক্ষণ একাডেমির জন্য জমি নির্বাচন ও ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা।</td>
<td>মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।</td>
</tr>
<tr>
<td>নির্দেশনা-৪ : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।
• মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক অ্যাম্বুলেন্স সংগ্রহের বিষয়ে দৃশ্যমান কোন অগ্রগতি নেই।</td>
<td>• মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি কল্পে এ পর্যন্ত গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি সভায় অবহিত করা এবং অ্যাম্বুলেন্স সংগ্রহের জন্য আরো কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।</td>
<td>মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">২০.০১.১৯ তারিখের পূর্বের নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা :</td>
</tr>
<tr>
<td>নির্দেশনা-১ : সোনা /মাদক/অস্ত্র/ শিশু ও মানবপাচার এর বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখা। অভিযান নিম্নরুপ:
<table><tr><td>মাসের নাম</td><td>অভিযান সংখ্যা</td></tr><tr><td>মে, ২০১৯</td><td>৫২৪৫</td></tr><tr><td>জুন, ২০১৯</td><td>৪৫০৭</td></tr><tr><td>জুলাই, ২০১৯</td><td>৫০২০</td></tr><tr><td>মোট =</td><td>১৪,৭৭২</td></tr></table></td>
<td>• সিসাবারসহ মাদকের বিরুদ্ধে টাস্কফোর্সের অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখা এবং গত ৩(তিন) মাসের পরিচালিত অভিযানের সাথে বিবেচ্য মাসের অভিযানের তুলনামূলক বিবরণী প্রেরণ অব্যাহত রাখা;
• সীসাবারসমূহ হতে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নমুনা সংগ্রহ করে .২ (দশমিক দুই) মি:গ্রা: মাত্রার বেশি নিকোটিন ও এসেন্স ক্যারামেল মিশ্রিত 'ফ্রুট স্লাইস' সহযোগে তৈরি সীসা কি-না তা রাসায়নিক পরীক্ষাগারে যাচাই করে ফলাফল সমন্বয়সভাকে অবহিতকরণ অব্যাহত রাখা;</td>
<td>মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।</td>
</tr>
</table>

	• রাসায়নিক পরীক্ষাগারে যাচাই কার্যক্রম বিষয়ে কোন অগ্রগতি নেই; • ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চল হতে প্রতি পাক্ষিকে সিসাবারসমূহে টাস্কফোর্সের মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।		
	নির্দেশনা-২ : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর অধীন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মককর্মচারীগণের দাবিকৃত রেশন ও ভাতার বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে নিস্পত্তি করতে হবে। বাস্তবায়িত	...	
	নির্দেশনা-৩ : এনজিও পরিচালিত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মাধ্যমে যাতে মাদক দ্রব্যের বিস্তার না ঘটে সেজন্য এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথাযথ নজরদারির আওতায় আনা। • জুলাই, ২০১৯ এ ২টি বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রের লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত সারাদেশে ৩০৯টি বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। জুলাই, ২০১৯ -এ ৫২টি নিরাময় কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়েছে।	• বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহের পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রেখে নজরদারি বৃদ্ধি করা;	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৪ : ডিসি-ডিএম সভার অনুরূপ মিয়ানমারের সাথে ইয়াবাসহ অন্যান্য দ্রব্য পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে উভয় পক্ষের তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিনিধিদের আলোচনা শুরুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ। • মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জানান, এ ধরণের বৈঠক বর্ডার লিয়াজোঁ অফিসার কর্তৃক সম্পাদন করা হয়ে থাকে। তিনি বলেন, তাই এ ধরণের বৈঠক আয়োজনের জন্য জননিরাপত্তা বিভাগকে অনুরোধ করা যেতে পারে।	• ডিসি-ডিএম সভার অনুরূপ মিয়ানমারের সাথে ইয়াবাসহ অন্যান্য দ্রব্য পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে বর্ডার লিয়াজোঁ অফিসার (বিএলও) কর্তৃক বৈঠকের আয়োজনের জন্য এ বিভাগের মাদকদ্রব্য অনুবিভাগ কর্তৃক জননিরাপত্তা বিভাগকে দাপ্তরিক ও পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে অনুরোধ করা;	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৫ : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ। বাস্তবায়িত	...	
২.২	**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর** **২০.০১.১৯ তারিখে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা :**		
	নির্দেশনা-১ : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। • এ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (ফেইজ-২)' শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা ১৪.০৫.১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন করে ২২.০৭.১৯ তারিখে এ বিভাগে পাওয়া গেছে, যা পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের লক্ষ্যে কার্যক্রমাধীন রয়েছে।	• "ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের এ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (ফেইজ-২)" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প যাচাই কমিটির ১৪.০৫.১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠনের জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে। ২(দুই) ৩(তিনই) মাস অতিবাহিত হলেও অদ্যাবদি ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। অবিলম্বে ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম সম্পন্ন করা;	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-২ : গ্যাপ-এরিয়া এবং গ্রোথ সেন্টারসমূহে স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন চালু করতে হবে। প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নকালে লোকবলের সংস্থান রাখতে হবে। প্রকল্প	• দেশের উত্তরাঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৪৪টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প, দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি**

বাস্তবায়নকালে লোকবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ এমনভাবে প্রদান করতে হবে যাতে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই উহা চালু করা যায়। • দেশের উত্তারাঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৪৪টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প, দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫০টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প এবং দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে (ঢাকা বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প তিনটির ডিপিপি প্রণয়ন অধিদপ্তরে প্রক্রিয়াধীন আছে।	উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫০টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প এবং দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে (ঢাকা বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প তিনটির ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা;	**অনুবিভাগ প্রধান।**
নির্দেশনা-৩ : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে। • ১৪০ একর জমি অধিগ্রহণের জন্য ২৫.০৭.১৯ তারিখে জেলা প্রশাসক, ফরিদপুর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	• ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক, ফরিদপুর এর নিকট ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখা; • ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
নির্দেশনা-৪ : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বিদ্যমান পদসমূহের নাম পরিবর্তন এবং জেলা পর্যায়ের ১০ম গ্রেডের পদসমূহ ৯ম গ্রেডে উন্নীত করার বিষয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে। • ০৬.০৮.১৯ তারিখ UNDP এর প্রতিনিধিগণের সাথে এ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন বিষয়ক এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। • সাংগঠনিক কাঠামো সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	• ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্য মতে সাংগঠনিক কাঠামো সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সাংগঠনিক কাঠামো সংশোধনের মাধ্যমে বিদ্যমান পদসমূহের নাম ও গ্রেড পরিবর্তনের জন্য গৃহীত কার্যক্রমের সুনির্দিষ্ট তথ্য পরবর্তী সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
নির্দেশনা-৫ : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আওতায় স্পেশালাইজড ইউনিট গঠন করতে হবে; যানবাহনের গ্যাস সিলিন্ডার পরীক্ষাপূর্বক ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়টি বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। • Fire & Rescue Special Operation Wing (FRSOW) প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন চলমান।	• প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মীদের সমন্বয়ে স্পেশালাইজড ইউনিট গঠনের বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করে দ্রুত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে হবে; • যানবাহনের গ্যাস সিলিন্ডার পরীক্ষাপূর্বক ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের বিআরটিএ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে তা সমন্বয়সাধনপূর্বক এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি মাসিক সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
২০.০১.১৯ তারিখের পূর্বের নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা :		
নির্দেশনা-১ : নানা রকম দুর্ঘটনা, ভূমিকম্প এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। • নানা রকম দুর্ঘটনা, ভূমিকম্প এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় ফায়ার সার্ভিস এর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মডার্নাইজেশন অব ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স (ফেইজ-২) প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন করে প্রেরণের জন্য পরিকল্পনা শাখা হতে	• নানা রকম দুর্ঘটনা, ভূমিকম্প এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের মত প্রাকৃতিক দুযোগ মোকাবেলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মডার্নাইজেশন অব ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স (ফেইজ-২) প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন করে প্রেরণের জন্য ০৯.০৭.১৯ তারিখে অধিদপ্তরকে পত্র দেয়া হয়েছে। এক্ষণে (ফেইজ-২) প্রকল্পের ডিপিপি ফায়ার	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**

	০৯.০৭.১৯ তারিখে অধিদপ্তরকে পত্র দেয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলমান রয়েছে।	সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক পুনর্গঠন করে দ্রুত এ বিভাগে প্রেরণ করা।	
	নির্দেশনা-২ : বন্যা/দুর্যোগ মোকাবেলা এবং শিক্ষার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে দুর্যোগ প্রবণ উপজেলায় স্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্র-কাম-পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন এবং একই প্রকৃতির এলাকার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের অর্গানোগ্রামে একটি ডুবুরি দল অন্তর্ভুক্তকরণ। • **উপজেলায় স্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্র-কাম-পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন সুরক্ষা সেবা বিভাগ সংশ্লিষ্ট নয়।** • বন্যা-দুর্যোগ প্রবণ জেলায় একটি করে ডুবুরি ইউনিট স্থাপনের লক্ষ্যে ২৫৬টি পদ সৃজনের প্রস্তাব ০১.০৮.১৯ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	• জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৮.১০.১৮ তারিখে ডুবুরি ইউনিট স্থাপনের লক্ষ্যে ২৫৬টি পদ সৃজনের সম্মতির পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগে প্রেরিত প্রস্তাব অনুমোদন প্রদান বিষয়ে ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতিসমূহ ও আলোচনা :		
	প্রতিশ্রুতি-১ : মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর ও গাংনী উপজেলায় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র স্থাপন। • ১৫৬ প্রকল্পের আওতায় মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপনের পূর্তকাজ ৩৫% সম্পন্ন হয়েছে।	• মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর ফায়ার স্টেশন নির্মাণের অবশিষ্ট কাজ দ্রুত সম্পন্নপূর্বক জনবল নিয়োগ করে চালু করার ব্যবস্থা করা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-২: সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী, উপজেলায় অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্র স্থাপন। • চৌহালী উপজেলায় ফায়ার স্টেশন স্থাপনের নিমিত্ত ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদনের পর জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ এর চাহিত ১কোটি ১৮ লক্ষ ২২ হাজার ৭৩৮ টাকা ৪০ পয়সা পরিশোধ করা হয়েছে। ২১.০৮.১৯ তারিখে জমি হস্তান্তর কার্যক্রম সম্পন্ন করা *হয়েছে*।	• চৌহালী উপজেলার প্রস্তাবিত ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্নের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৩ : ত্রিশাল, গৌরিপুর ও নান্দাইল উপজেলায় স্টেশন স্থাপন। • **ত্রিশাল- বাস্তবায়িত** • **নান্দাইল- বাস্তবায়িত** • ১৫৬ প্রকল্পের আওতায় ময়মনসিংহ জেলার গৌরিপুর উপজেলায় নির্মাণাধীন ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ৫০% সম্পন্ন হয়েছে।	• গৌরিপুর উপজেলার ফায়ার স্টেশন নির্মাণের অবশিষ্ট কাজ দ্রুত শেষ করে জনবল নিয়োগপূর্বক স্টেশনটি চালু করার ব্যবস্থা করা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৪ : সুনামগঞ্জ জেলার সকল উপজেলায় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র নির্মাণ। • ১৫৬ প্রকল্পের আওতায় সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলায় ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ৬০% সম্পন্ন হয়েছে। • সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলায় ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ১০% সম্পন্ন হয়েছে। • তাহিরপুর উপজেলায় ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ১০% সম্পন্ন হয়েছে।	• ধর্মপাশা উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণের অবশিষ্ট কাজ দ্রুত শেষ করে চালু করার ব্যবস্থা করা। • দোয়ারা বাজার উপজেলায় জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত আনুষ্ঠিকতা সম্পন্ন করতঃ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রেখে ফায়ার স্টেশন নির্মাণকাজ দ্রুত সম্পন্ন করা। • তাহিরপুর উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত আনুষ্ঠিকতা দ্রুত সম্পন্ন করতঃ জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ এর সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রেখে ফায়ার স্টেশন নির্মাণকাজ দ্রুত সম্পন্ন করা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**

	প্রতিশ্রুতি-৫ : বরগুনা জেলার যে সকল উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নেই সে সকল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন। • **বেতাগী ও বামনা-বাস্তবায়িত** • বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণের পূর্তকাজ ৪০% সম্পন্ন হয়েছে।	• তালতলী উপজেলার ফায়ার স্টেশন নির্মাণের অবশিষ্ট কাজ দ্রুত শেষ করে চালু করার ব্যবস্থা করা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৬ : চাঁদপুর জেলার যে সকল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নেই সেসব উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন। • খাস জমি দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত প্রস্তাব ভূমি মন্ত্রণালয় ১২.০৭.১৮ তারিখে অনুমোদন করেছে। সেলামীর অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। পূর্তকাজের দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন। • জমি নির্বাচন করা হয়েছে। প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেছে। পূর্ণাঙ্গ অধিগ্রহণ প্রস্তাব ০৮.০১.১৯ তারিখে জেলা প্রশাসক, চাঁদপুর *এর নিকট* প্রেরণ করা হয়েছে।	• মতলব উত্তর উপজেলায় ফায়ার স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে পূর্তকাজের দরপত্র আহবানের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা; • চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণকাজ দ্রুত শুরু করতে জেলা প্রশাসক চাঁদপুর এর সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রেখে জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৭ : কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারী, ফুলবাড়ী, রাজারহাট ও রাজীবপুর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন প্রসঙ্গে। • **রৌমারী (কর্তৃমারী)** : রৌমারী (কর্তৃমারী) ফায়ার স্টেশনটি ১৫.০৫.১৯ তারিখে চালু করা হয়েছে(**বাস্তবায়িত**) । • ১৫৬ প্রকল্পের আওতায় কুড়িগ্রাম জেলার রাজিবপুর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপনের নিমিত্ত পূর্তকাজ ৯০% সম্পন্ন হয়েছে। • একই জেলায় ভুরুঙ্গামারী উপজেলায় অধিগ্রহণকৃত জমি নিয়ে মোকদ্দমা চালু হওয়ায় নতুন জমি চিহ্নিত করে ১১.০৩.১৮ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণের পর পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব ২০.০৩.১৮ তারিখে জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম সমীপে প্রেরণ করা হয়েছে। • ফুলবাড়ী, উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপনের নিমিত্ত পূর্তকাজ *৮০%* সম্পন্ন হয়েছে। • রাজারহাট উপজেলায় ফায়ার স্টেশন স্থাপনের পূর্তকাজ ৫৫% সম্পন্ন হয়েছে।	• রাজিবপুর উপজেলায় ফায়ার স্টেশন স্থাপনের নির্মাণের অবশিষ্ট কাজ দ্রুত শেষ করে চালু করার ব্যবস্থা করা; • ভুরুঙ্গামারী উপজেলায় ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম এর সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রেখে ফায়ার স্টেশন নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা; • ফুলবাড়ী উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণের অবশিষ্ট কাজ দ্রুত শেষ করে চালু করার ব্যবস্থা করা; • রাজারহাট উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণের অবশিষ্ট কাজ দ্রুত শেষ করে চালু করার ব্যবস্থা করা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৮: টুঙ্গীপাড়া, কোটালীপাড়া, কাশিয়ানী ও মুকসুদপুর ফায়ার স্টেশন এর পুর্ণাঙ্গ অফিস স্থাপন। • **টুঙ্গীপাড়া, কোটালীপাড়া, মুকসুদপুর ফায়ার স্টেশন নির্মাণ-বাস্তবায়িত** • কাশিয়ানী ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ৩৫% সম্পন্ন হয়েছে। বিবেচ্যমাসে কোন অগ্রগতি নেই।	• গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণের অবশিষ্ট কাজ দ্রুত শেষ করে স্টেশনটি চালু করার ব্যবস্থা করা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৯: নারায়ণগঞ্জ সদর ও বন্দর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশনগুলো আধুনিকীকরণ করা বাস্তবায়িত		
২.৩	**কারা অধিদপ্তর :** **২০.০১.১৯ তারিখে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা:**		
	নির্দেশনা-১ : কারাগারসমূহের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করাসহ বয়োবৃদ্ধ ও গুরুতর অসুস্থ	• কারাগারসমূহের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চলমান প্রকল্প যথাসময়ে বাস্তবায়ন এবং	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা

কারাবন্দিকে কারামুক্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। • বয়োবৃদ্ধ ও গুরুতর অসুস্থ্য কারাবন্দিকে কারামুক্তির বিষয়ে একটি Concept paper/কৌশল পত্র প্রস্তুতপূর্বক কারা অধিদপ্তর হতে ৩০.০৫.১৯ তারিখে এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। বয়োবৃদ্ধ ও গুরুতর অসুস্থ্য কারাবন্দিকে কারামুক্তির বিষয়ে প্রস্তাবনার বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য আইন ও বিচার বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	নতুন প্রকল্প গ্রহণ করে এ বিভাগে প্রস্তাবনা প্রেরণ করতে হবে; • বয়োবৃদ্ধ ও গুরুতর অসুস্থ কারাবন্দিকে কারামুক্তির বিষয়ে কারা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত Concept পেপার/কৌশল পত্র এ বিভাগ কর্তৃক যাচাই/পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক আইন ও বিচার বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। আইন ও বিচার বিভাগের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে কারা অনুবিভাগ কর্তৃক দ্রুত পরবর্তী কার্যক্রম সম্পন্ন করা;	**অনুবিভাগ প্রধান।**
নির্দেশনা-২ : কারা অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। • কারা অধিদপ্তর ও কারাগারসমূহের জন্য *অ্যাম্বুলেন্স* ক্রয় এবং বন্দি চলাচল নিরাপত্তা শীর্ষক প্রকল্পটির যাচাই কমিটির সভা সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন করে ১৫.০৭.১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।	• কারা অধিদপ্তর ও কারাগারসমূহের জন্য অ্যাম্বুলেন্স ক্রয় এবং বন্দি চলাচল নিরাপত্তা শীর্ষক প্রকল্পটির যাচাই কমিটির সভা সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে দ্রুত অনুমোদনের জন্য দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
নির্দেশনা-৩ : কারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে। • বঙ্গবন্ধু কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি' নির্মাণ প্রকল্পের যাচাই কমিটির সভা ২১.০১.১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডিসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বয়ে ১টি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী পূনর্গঠিত ডিপিপি ০২.০৮.১৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলেও প্রত্যাহার করা হয়। পরবর্তীতে ২০.০৫.১৯ তারিখে ডিপিপি পুনর্গঠন করে প্রেরণের জন্য অধিদপ্তরকে পরিকল্পনা শাখা হতে পত্র দেয়া হয়েছে।	• কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের ডিপিপি পুর্নগঠন করে কারা অধিদপ্তর হতে দ্রুত প্রেরণ করা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
নির্দেশনা-৪ : কারা হাসপাতালসমূহে ডাক্তার নার্স ও প্যারামেডিক নিয়োগের জন্য পৃথক মেডিকেল ইউনিট গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ এবং প্রকল্প সৃজন ও নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। • কারাগারসমূহে একক ডাক্তার ইউনিট প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে Concept Paper কারা অধিদপ্তর হতে ১৭.০৬.১৯ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন ''মেডিকেল ইউনিট'' গঠনের জন্য জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৯.০৬.১৯ তারিখ ১৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটির সভা ০৮.০৭.১৯ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছে। জনবলের চাহিদা বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোতে ভিন্ন কালিতে চিহ্নিত করে প্রস্তুত করত: কারা অধিদপ্তর হতে ১৯.০৮.১৯ তারিখে জননিরাপত্তা বিভাগে প্রেরণ হয়েছে।	• বিসিএস স্বাস্থ্য থেকে নন ক্যাডার হিসেবে নিয়োগ দিয়ে কারা হাসপাতাল এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহের ডাক্তার, নার্স ও প্যারামেডিক পদ এর শূন্যপদ পূরণ করা যায় কিনা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রস্তাব প্রস্তুত করা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
২০.০১.১৯ তারিখের পূর্বের নির্দেশনাসমূহ :		
নির্দেশনা-১ : বিভিন্ন মামলায় মৃত্যুদন্ড প্রদত্ত আদেশগুলো দ্রুত কার্যকর করতে উদ্যোগ নিতে হবে। প্রয়োজনে আলাদা সেল গঠন এবং আইন মন্ত্রণালয়ের সহায়তা গ্রহণ করা। • মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত ১৭১৬ জন (২৭.০৬.১৯) আসামির মামলার তালিকা এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত বন্দিদের উচ্চ আদালতে চলমান ডেথ রেফারেন্স এবং আপিল মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য	• উচ্চ আদালতে চলমান ডেথ রেফারেন্স এবং আপিল মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহায়তা গ্রহণ করার লক্ষ্যে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করা। • এতদ্বিষয়ে গঠিত কমিটির সভা যথাসময়ে অনুষ্ঠান করা, সভার সিদ্ধান্তসমূহ সচিবকে অবহিত করা এবং গৃহীত সিদ্ধান্তের	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান/কমিটি**

<table>
<tr><td></td><td>সমন্বিতভাবে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা এবং এ বিষয়ে সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদানের নিমিত্ত সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতৎবিষয়ে কমিটির সদস্য সচিব কর্তৃক বিজ্ঞ এটর্নী জেনারেল এর সাথে সাক্ষাত করা হয়েছে।বিজ্ঞ এটর্নী জেনারেল এর নির্দেশ মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</td><td>পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তবায়ন ত্বরান্বিতকরণে আইন ও বিচার বিভাগের সচিব মহোদয়ের সাথে দেখা করে দ্রুত পরবর্তী কার্যক্রম সম্পন্ন করা।</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>নির্দেশনা-২: কেরাণীগঞ্জে কেন্দ্রীয় কারাগার স্থানান্তরের পর পুরাতন কারাগারের বিদ্যমান জায়গায় শীঘ্রই নতুন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে।
• আর্থিক ও কারিগরি প্রস্তাব মুল্যায়নের জন্য ১১.০৭.১৯ তারিখে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে; উক্ত কমিটির ১টি সভা ০৫.০৮.১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ২৬.০৮.১৯ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
• ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২ কোটি ৮৯ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে;
• Demolition কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।</td><td>• পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়নে অ্যাকশন প্ল্যান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা;</td><td>কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান/প্রকল্প পরিচালক।</td></tr>
<tr><td></td><td>নির্দেশনা-৩ : কারাবন্দিদের মধ্যে জঙ্গি সম্পৃক্ততা নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কারারক্ষীদের টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
<table>
<tr><th>মোট কারারক্ষী</th><th>প্রশিক্ষণগ্রহণকরী</th><th>চলমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রম</th><th>অবশিষ্ট</th></tr>
<tr><td>৮৪৯১</td><td>২২৫৩</td><td>৩২০</td><td>৫৯১৮</td></tr>
</table></td><td>• কারারক্ষীদের টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।</td><td>কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।</td></tr>
<tr><td></td><td>নির্দেশনা-৪ : ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জায়গা হতে কম্বল কারখানা সরানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জায়গা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রাখতে হবে।
• সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে সিভিল রুল নং ৫৪৬(কন)/২০১৮ দায়ের করা হয়েছে। মামলা কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।</td><td>• ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জায়গা হতে কম্বল কারখানা সরানোর বিষয়ে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং আইন মন্ত্রীর সাথে সভা করে সিদ্ধান্ত নেয়া।</td><td>কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">প্রতিশ্রুতিসমূহ :</td></tr>
<tr><td></td><td>প্রতিশ্রুতি-১ : বন্দিদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে মজুরি প্রদানের ব্যবস্থা করা (বাস্তবায়িত।)
• বন্দিদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে ৫০% লভ্যাংশ হিসাবে মজুরি পিসি (প্রিজন ক্যাশ) এর মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে। এ পর্যন্ত ১২৮৮ জনকে ৪ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫২ টাকা দেওয়া হয়েছে। নীতিমালা তৈরি করা হয়েছে। তদানুযায়ী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
• ৩টি জেলা কারাগারে (নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও হবিগঞ্জ) কয়েদি বন্দিদের উৎপাদিত পণ্যের বিপরীতে এখনো পারিশ্রমিক প্রদান করা সম্ভব হয়নি।</td><td>• যে সকল কারাগারে উৎপাদন কার্যক্রম চালু রয়েছে সে সকল কারাগারের বন্দিদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে ৫০% লভ্যাংশ হিসাবে মজুরি প্রিজন ক্যাশ (পিসি) নীতিমালা অনুযায়ী বিতরণ অব্যাহত রাখা ।</td><td>কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।</td></tr>
<tr><td></td><td>প্রতিশ্রুতি-২ : কারা কর্মচারীদের ছেলে-মেয়েদের জন্য স্কুল বাস প্রদান করা হবে, প্রয়োজনে নতুন স্কুল নির্মাণ।
• গাড়ি ক্রয়ের লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়া গেছে। শীঘ্রই গাড়ি ক্রয়ের দরপত্র আহ্বান করা হবে।</td><td>• প্রাপ্ত বাজেট অনুযায়ী কারা কর্মচারীদের ছেলে-মেয়েদের জন্য স্কুল বাস সংগ্রহ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা।</td><td>কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।</td></tr>
<tr><td></td><td>প্রতিশ্রুতি-৩: সার্বিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে কারাগারের কর্মকর্তা সংখ্যাসহ কারা বিভাগের জনবল বৃদ্ধিকরণ।</td><td>• কারা অধিদপ্তরের সমস্ত নিয়োগবিধি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) একিভূত করে নিয়োগ বিধিমালা-চূড়ান্তপূর্বক এ বিভাগে প্রেরণ করা;</td><td>কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।</td></tr>
</table>

• অতিরিক্ত সচিব (কারা অনুবিভাগ)-এর সভাপতিত্বে ১৬.০৯.১৮ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। • ইতোপূর্বে প্রেরিত প্রস্তাবনায় অসংগতি থাকায় এবং কাগজপত্র সংযুক্ত না থাকায় কারা অধিদপ্তরকে পুনরায় তথ্য প্রেরণের জন্য অনুরোধ করে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী নিয়োগবিধির অসঙ্গতি গঠিত কমিটি কর্তৃক সংশোধন করা হচ্ছে যা শীঘ্রই সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে।		
প্রতিশ্রুতি-৪ : কেরাণীগঞ্জে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সর্বসাধারণের জন্য ২০০-২৫০ শয্যার হাসপাতাল স্থাপন। প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থা নির্ধারণসহ গত ০৮.০৮.১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠনের জন্য ২০.০৫.১৯ তারিখে কারা অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। যাচাই-বাছাই কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক কারা অধিদপ্তরে ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলছে।	• যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে দ্রুত ডিপিপি পুনর্গঠন করা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
প্রতিশ্রুতি-৫ : কারারক্ষীদের বিশেষ করে মহিলা কারারক্ষীদের থাকার ভাল ব্যবস্থা করতে হবে। • প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৮৫%। প্রকল্পের মেয়াদ ৬ মাস অর্থাৎ ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।	• মহিলা কারারক্ষীদের আবাসন সুবিধা নিশ্চিতকল্পে গৃহীত প্রকল্পের নির্মাণকাজের গুণগতমান বজায় রেখে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
প্রতিশ্রুতি-৬ : কারাগারকে বন্দিশালা নয় শোধনাগারে পরিবর্তন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। • বিবেচ্যমাসে ১৮টি কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগারে জেলা প্রশাসন ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহায়তায় মাদকবিরোধী গণসচেতনতামূলক কার্যক্রমসহ নিম্নরুপ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা হয়েছে। • ২০১৭ হতে এপ্রিল, ২০১৯ পর্যন্ত ২৮টি কারাগারে ৫৩,০০৩ জন বন্দিকে ৩৮টি আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। • ২৮-০৩-২০১৯ তারিখে টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে আটক বন্দি কর্তৃক তাদের আত্মীয়-পরিজনদের সাথে ফোনে কথা বলার জন্য টেলিফোন বুথ 'স্বজন' চালু করা হয়েছে। • বন্দিদের আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কাজের প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। • বন্দিদের আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্তে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২, গাজীপুরে বন্দি পূর্নবাসন প্রশিক্ষণ স্কুল চালু করা হয়েছে। • কারাবন্দিদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের জন্য নিয়োজিত ধর্মীয় উপদেষ্টাগণের প্রতি দর্শনের (Per Visit) সম্মানী ৫০/- টাকার স্থলে ২০০/-(দুইশত) টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। • কয়েদীদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে লভ্যাংশের ৫০% সংশ্লিষ্ট কয়েদীকে প্রদান করা হচ্ছে। • কারাভ্যন্তরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কাজে নিয়োজিত কয়েদি মেথরদের (পরিচ্ছন্নতাকর্মী) মাসিক মজুরি ২০/-টাকা হতে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। • কারাবন্দিদের সকালের নাস্তায় রুটি-গুড়ের পরিবর্তে সপ্তাহে ০২ দিন খিচুড়ি, ০১ দিন হালুয়া রুটি ও ০৪ দিন সবজি রুটি প্রদান করা হচ্ছে। • পবিত্র রমজান মাসে কারাগারে আটক বন্দিদের	• কারাগারকে বন্দিশালা নয় শোধনাগারে পরিবর্তন করার কার্যক্রম অব্যাহত রাখা: • কারাগারকে মাদকমুক্ত করতে কারাগারে যেন কোনভাবেই মাদক প্রবেশ করতে না পারে সে বিষয়ে সক্রিয় পদক্ষেপ নেয়া, ডিজি, ডিএনসি এর সহায়তা গ্রহণ করা এবং মাদকাসক্ত বন্দিদের জন্য মাদকবিরোধী উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচির আয়োজন অব্যাহত রাখা; • কারাগারগুলোতে বন্দিদের মোবাইল ব্যবহার বন্ধ নিশ্চিত করা; • বন্দিদের কাউন্সিলিং-এর জন্য মনোরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পদায়নের ব্যবস্থা করা;	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**

	ইফতারী বাবদ ব্যায় জনপ্রতি ১৫/- হতে ৩০/-টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। • কারাগারে আটক বন্দিদের এক কারাগার হতে অন্য কারাগারে স্থানান্তরকালে (In transit) বন্দিদের খোরাকী ভাতা প্রতিদিন (৮×২)=১৬/- টাকা হতে ন্যুনতম (৫০×২)=১০০/-টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।		
	প্রতিশ্রুতি-৭ : বন্দিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা হবে। • জানুয়ারি, ২০১৮ থেকে জুলাই, ২০১৯ পর্যন্ত দেশের ২৮টি কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগারে সর্বমোট ৩৩ হাজার ৫ শত ৩১ জন বন্দিকে ৩৮টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	• কারাগারে আটক বন্দিদের কম্পিউটারসহ বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৮: কারাগারে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা অত্যাধুনিকরণ করা হবে। • **আংশিক বাস্তবায়িত।** • কারা নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের জন্য ৫টি বিভাগে (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট) একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে।	• কারা নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের জন্য ৫টি (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট) বিভাগে গৃহীত প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত সম্পন্ন করা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৯ : কারা কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দূরীকরণে মর্যাদার সামঞ্জস্য খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	• কারা অধিদপ্তরের সমস্ত নিয়োগবিধি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) একিভূত করে নিয়োগ বিধিমালা-চূড়ান্তপূর্বক এ বিভাগে প্রেরণ করা;	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-১০ : বর্তমানে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার জুন ২০১৫ এর মধ্যে কেরাণীগঞ্জে স্থানান্তর এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারা গারের অভ্যন্তরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতা কারা স্মৃতি জাদুঘর জনগণের জন্য উন্মুক্তকরণ এবং জনসাধারণের জন্য মনোরম পার্ক নির্মাণ এবং কারা কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের কল্যাণে বহুতল পার্কিং সিনেপ্লেক্স, ফুডকোর্ট, সুইমিংপুল, ফিটনেস সেন্টার, কনভেনশন সেন্টার সুবিধাসহ কারাকল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ। • আংশিক বাস্তবায়িত। • পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদনের জন্য কারা অধিদপ্তর হতে ০৮.০৭.১৯ তারিখে আর্থিক ও কারিগরি প্রস্তাব দাখিলের জন্য Form-3 Architects-কে পত্র দেয়া হয়েছে। আর্থিক ও কারিগরি প্রস্তাব মূল্যায়নের জন্য ১১.০৭.১৯ তারিখে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে; • চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২ কোটি ৮৯ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে; Demolition কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে;	• 'ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ (৩য় সংশোধন)' শীর্ষক প্রকল্পটির নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করার দ্রুত সকল প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করা;	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-১১ : কারাগারে বন্দিদের আত্মীয় স্বজনের সাথে টেলিফোনে কথা বলার জন্য প্রিজন লিংক স্থাপন করা। • গত ২৮.০৫.১৯ তারিখে প্রকল্পের পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	• দেশের সকল কারাগার মোবাইল বুথ স্থাপনের জন্য গৃহীত প্রকল্পের অবশিষ্ট কার্যক্রম ২৮.০৫.১৯ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দ্রুত ডিপিপি প্রণয়ন সম্পন্ন করা। • প্রিজন লিংকে ভিডিও কনফারেন্স এর ব্যবস্থা যুক্ত করার বিষয়টির সম্ভাব্যতা ও আইনগত বিষয়টি খতিয়ে দেখা এবং অগ্রগতি পরবর্তী সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করা;	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
২.৪	**ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর :** **২০.০১.১৯ তারিখে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা:**		

	নির্দেশনা-১ : ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় নির্মাণ করা হবে। ই-পাসপোর্ট ও ই-গেইট কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। ই-ভিসা এবং ই-ট্রাভেল পারমিট (ই-টিপি) চালু করা হবে। • গত ১৯ জুলাই ২০১৮ তারিখে জার্মানিস্থ কম্পানি Veridos GmbH এর সঙ্গে "ই-পাসপোর্ট প্রবর্তন ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। • ৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও ২টি স্থল বন্দরসহ সর্বমোট ৫০টি ই-গেইট স্থাপনের লক্ষ্যে Veridos GmbH হতে সাইটপ্ল্যান করা হয়েছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন-২ এ প্রাথমিকভাবে ৩(তিন)টি ই-গেইট স্থাপন করা হয়েছে। • ই-ভিসা ও ই-টিপি চালুকরণের নিমিত্ত খসড়া ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান। • উত্তরাস্থ পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্সে ১০ তলা ভবনের নির্মাণ ও পূর্ত, ইলেক্ট্রিকাল এবং অগ্নি নির্বাপক বিষয়ক সকল কাজ সম্পন্ন হয়েছে । বর্তমানে কমপ্লেক্সে ভূ-গর্ভস্থ্য বৈদ্যুতিক ৮০০ কেভিএ ক্যাবল স্থাপনের জন্য খননের অনুমতি প্রদানের জন্য রাজউক-কে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে ।	• ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় নির্মাণের লক্ষ্যে নতুন স্থান নির্বাচন করা এবং এতৎবিষয়ে দ্রুত প্রকল্প গ্রহণ করা; • ই-পাসপোর্ট ও ই-গেইট প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন এবং উদ্বোধনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকের সাথে এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) আলোচনাপূর্বক এতদসংশ্লিট সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন। • ই-ভিসা এবং ই-ট্রাভেল পারমিট (ই-টিপি) সংক্রান্ত প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করে এ বিভাগে প্রেরণ করা।	**মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/নিরাপত্তা ও বহিরাগমন অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-২ : পিএসসির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ১ম ও ২য় শ্রেণির কর্মচারীদের কর্মস্থলে পদায়নের পূর্বে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করতে হবে। • বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মচারীদেরকে কর্মস্থলে প্রেরণ করা হচ্ছে। **সুতরাং সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত গণ্য করা যায়।**	...	**মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/নিরাপত্তা ও বহিরাগমন অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৩ : ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে।	• প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের ডিপিপির কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা।	**মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/নিরাপত্তা ও বহিরাগমন অনুবিভাগ প্রধান।**
	ইতিপূর্বে প্রদত্ত নির্দেশনা :		
	নির্দেশনা-১ : নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এমআরপি প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা পূরনের প্রচেষ্টা জোরদার করতে হবে। বাস্তবায়িত	---	
	নির্দেশনা-২ : ইংল্যান্ড, ইতালি, সৌদিআরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে কূটনৈতিক ব্যাগের মাধ্যমে এমআরপি প্রেরণ করার কথা বলা হলেও পৌঁছাতে দেরি হওয়ার কারণ কি তা পরীক্ষা করে জরুরিভত্তিতে সমস্যার সমাধান করতে হবে। উল্লেখিত দেশসমূহে পর্যাপ্ত জনবল ও অধিক সংখ্যক প্রিন্টার মেশিন সরবরাহ করতে হবে। বাস্তবায়িত	---	
	নির্দেশনা-৩ : প্রক্রিয়াধীন ৮টি দেশে ১০টি অফিসের জন্য কর্মকর্তা নিয়োগের প্রক্রিয়া দুত সম্পন্ন করতে হবে। অপর প্রস্তাবিত দেশগুলোর মধ্যে থেকে আপাতত ইউকে, ইউএসএ এবং ইইউভুক্ত যে কোন একটি দেশে পাসপোর্ট অফিস খোলা এবং কর্মকর্তা নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। বাস্তবায়িত	---	

	নির্দেশনা-৪ : সারাদেশে এবং বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে MRP এবং MRV বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে। ১৯টি বাংলাদেশ মিশনের মধ্যে ১০টি মিশনে পাসপোর্ট ও ভিসা কার্যক্রমের জন্য ১ম শ্রেণির ১০টি পদ সৃজন করা হবে **বাস্তবায়িত**	•	

৩। তিনি অধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সৃজনশীল কর্ম, মেধা, মননশীলতা ও উদ্ভাবনী প্রয়াসকে কাজে লাগিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নে সর্বাত্বক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন বলে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ শহিদুজ্জামান)
সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ